দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 1.0 MAR 1997 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

দাখিল পরীক্ষা ঃ কুমিল্লায় ভাঙচুর সংঘর্ষে এডিসিসহ আহত ৫০

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ দাখিল পরীক্ষায় নকল করার দায়ে বহিষ্কার করার জের ধরে গতকাল রোববার কুমিল্লা আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে ভাঙচুর ও সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও ২ জন পুলিশসহ ৫০ জন আহত হয়। বরগুনায় বহিষ্কারের ঘটনায় একজন শিক্ষককে মারাত্মক আহত করা হয়েছে। উভয় ঘটনায় ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

কুমিল্লা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ দাখিল পরীক্ষায় কুমিল্লা আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে নকল করার দায়ে বহিষ্কারের প্রতিবাদে ব্যাপক ভাঙচুর ও সংঘর্ষ হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের দুই ঘন্টা আটক করে রাখে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছোড়ে ও গুলিবর্ষণ করে। গতকাল পরীক্ষা চলাকালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক বেগম কাওসার জহুরার নেতৃত্বে সাতজন ম্যাজিস্ট্রেটের একটি দল পরীক্ষা কেন্দ্রটিতে যান। তারা নকল করার দায়ে ৮২ জনকে বহিষ্কার করেন। এতে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে টেবিল বেঞ্চ চেয়ার নিক্ষেপ করতে থাকে। ম্যাজিস্ট্রেটকে বহনকারী দুটি জিপ (ঢাকা মেট্রো ঘ-০২-১৬৯১ ও কুমিল্লা ব-৭৫০) ভাঙচুর করে।

পরীক্ষার্থীদের ইটপাটকেল নিক্ষেপে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক হাতে আঘাত পান। পুলিশের হাবিলদার লেইছ মিয়া মাথায় এবং কনস্টেবল শুকুর আলী হাতে আঘাত পান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ৬ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস, ২ রাউন্ড রাবার বুলেট ও ৫ রাউন্ড রাইফেলের গুলিবর্ষণ করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৪ জন পরীক্ষার্থীসহ ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে।

বরগুনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান ঃ বরগুনার দারুল উলুম নেসারিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা কেন্দ্রে গতকাল দাখিল পরীক্ষায় মুজিবুর রহমান নামে এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করার পর পরিদর্শককে বেধড়ক মারপিট করা হয়েছে। উত্তর খেজুতলা সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র মুজিবুর রহমানকে নকল করার দায়ে কর্তব্যরত বাঁশবুনিয়া মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক মাহফিজুর রহমান বহিষ্কার করেন। পরীক্ষার পর খেজুতলা মাদ্রাসার প্রিন্সিপালসহ ১০/১২ জন ছাত্র ঐ শিক্ষককে আটক করে পার্শ্ববর্তী খালপাড়ে নিয়ে যায় এবং মারতে মারতে তাকে খালে ফেলে দেয়। পরে ঐ শিক্ষককে উদ্ধার করে বরগুনা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পুলিশ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে। মাদ্রাসার প্রিন্সিপালসহ ঘটনার সাথে জড়িত ছাত্ররা পলাতক রয়েছে।